যায়যায়দিন

তারিখ ... 2 JUN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮ ...

শিক্ষকপুল

শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক হবে

শিক্ষা অর্জন মানুষের মৌলিক অধিকার। সুশিক্ষা অর্জন এবং এর সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। তাই শিক্ষা গ্রহণের যে কোনো মাধ্যম বা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ অবস্থানে সমান গুরুত্বপূর্ণ। সুশিক্ষিত জাতি গঠন করতে হলে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে সুনজর দিতে হবে। কেননা, পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, যে জাতি যত বেশি শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছে, সে জাতি ততই উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে অনেক উপরে উঠতে পেরেছে। তাই একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া কোনোভাবেই উন্নতির শিখরে আরোহণ সম্ভব নয়। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরকে আরো উন্নীত তথা সময়োপযোগী করা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সব শিক্ষার মূলই হলো প্রাথমিক স্তর। তাই এই খাতকে সঙ্গত কারণেই আরো বেশি গুরুত্ব দেয়া জরুরি। যেন পরবর্তী স্তরগুলো সার্বিকভাবে ইতিবাচক হয়। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ছাড়া যার কোনো বিকল্প নেই।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মো. আফছারুল আমীন বলেছেন, প্রতি উপজেলায় ৪০ জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে একটি শিক্ষকপুল তৈরি করা হবে। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা অসুস্থ বা অন্য কারণে ছুটিতে থাকবেন, ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যাতে পাঠদানে ব্যাঘাত না ঘটে সে জন্য পুল থেকে শিক্ষক পদস্থ করা হবে। এটা নিঃসন্দেহে সরকারের একটি মহৎ উদ্যোগ। এই কারণে যে, এর উদ্দেশ্য হলো ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার ধারাকে চলমান রাখা। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এটা মনে রাখতে হবে এ সিদ্ধান্ত মাধ্যমিক শিক্ষাকে বেগবান করতে যথেষ্ট নয়। শিক্ষকপুল তৈরি করা অবশ্যই পাঠদানের গতি ধারাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ইতিবাচক। কিন্তু বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের বাস্তবতা ভিন্ন। আর তা হলো এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে শুধু একজন শিক্ষক, আবার কোথাও কোথাও দুইজন শিক্ষককে দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে স্কুলের কার্যক্রম। তাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অবশ্যই আরো শিক্ষক নিয়োগ বাড়াতে হবে। কারণ এ বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য যে শিক্ষক বরাদ্দ আছে তা যথেষ্ট নয়। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে নিয়োগ বাড়ানোসহ শিক্ষক ছাত্রছাত্রী তথা সংশ্লিষ্ট সবার সুযোগ-সুবিধাও সরকারের নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে একদিকে শিক্ষাদান আবার অন্যদিকে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী আগ্রহী হয়। বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্যে ৪ হাজার ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। এখন খেয়াল রাখা জরুরি যেন এই টাকা সত্যিকার অর্থেই উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠুভাবে ব্যয় হয়। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের এই বাজেট ঘোষণাই শেষ কথা নয় এর সার্বিক সাফল্য নির্ভর করছে সুষ্ঠু ব্যবহারের ওপর। আর এসব বিষয়ের সমন্বয় সাধন ও স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা সরকারকেই দিতে হবে।

আমরা মনে করি, সরকার এসব বিষয়ে যত দ্রুত সম্ভব পদক্ষেপ নেবে। উচিত হবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর আরো গুরুত্বারোপসহ বর্তমান সময়কে বিবেচনা করে সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। এর সাথে এটাও নিশ্চিত করা জরুরি যে, শিক্ষকপুলের সঙ্গে সঙ্গে এমন সব পদক্ষেপ নিতে হবে যেন শিক্ষায় ব্যাঘাত কোনোভাবেই না ঘটে। আবার কোথাও একজন দুইজন শিক্ষক দিয়ে স্কুল পরিচালিত না হয়। সরকারের এই উদ্যোগের ফলে শিক্ষার মান বৃদ্ধিসহ শিক্ষার্থীদের মনোবল আরো বাড়বে। তবে কোনো ধরনের বৈষম্যের সৃষ্টি যাতে না হয় সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

বর্তমান সরকার বলেছে, তারা শিক্ষাক্ষেত্রগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে এবং এর অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। তাই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য এবং আরো উন্নয়নলক্ষ্যে যত দ্রুত সম্ভব সরকার একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেবে এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সরকারের এই উদ্যোগের ফলে শিক্ষার মান বৃদ্ধিসহ শিক্ষার্থীদের মনোবল আরো বাড়বে। তবে কোনো ধরনের বৈষম্যের সৃষ্টি যাতে না হয় সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।